অধিবেশন: ৪
নির্যাতন

বেড়ে উঠার সাথে সাথে তোমরা যে শব্দটি প্রতিনিয়ত টেলিভিশন, রেডিও ও পত্রিকার মাধ্যমে শুনে থাকো তা হচ্ছে নির্যাতন। তোমাদের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে, কোন ধরণের ঘটনাকে তোমরা নির্যাতন বলে চিহ্নিত করবে? বাবা-মা শাসন করলেও তাও কি নির্যাতনের আওতায় পরে? নির্যাতন তাহলে কারা করে? তোমাদের এ সকল প্রশ্নের উত্তর নিয়েই সাজানো হয়েছে আমাদের সর্বশেষ অধিবেশন নির্যাতন।

তোমার পরিচিত এলাকা কিংবা আশেপাশে নিশ্চয়ই অনেক ঘটনা শুনে থাকবে। বেড়ে উঠার বিভিন্ন পর্যায়ে কোন কোন ঘটনা বা আচরন গুলোকে তোমার নির্যাতন বলে মনে হয়েছে ও কেন মনে হয়েছে, চল তা নিচের ছকে লিপিবদ্ধ করি।

কোন ঘটনাকে নির্যাতন মনে হয়েছে	কেন মনে হয়েছে?

ফ্যাক্ট ফাইল:

শারীরিক নির্যাতন: সাধারণত শারীরিক-ভাবে কাউকে লাঞ্ছিত করা, অস্বস্তিকর স্পর্শ করা, ধাক্কা দেয়া, প্রহার করা, ঘুষি মারা, লাথি দেয়া, চড় মারা, এসিড ছুঁড়ে মারা, ওড়না ধরে টান দেয়া, ইত্যাদি শারীরিক নির্যাতনের মধ্যে পড়ে। অনিরাপদ এবং জোরপূর্বক যৌন সম্পর্কও একটি বড় ধরনের নির্যাতন। শারীরিক নির্যাতন আক্রান্ত নারী-পুরুষ উভয়ের স্বাস্থ্যকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়।

মানসিক নির্যাতন: মানসিক নির্যাতন শারীরিক নির্যাতনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নানা রকম শারীরিক নির্যাতন মানসিক দিকের উপর এক ধরনের খারাপ প্রভাব ফেলে। কারো উদ্দেশ্যে কটূক্তি করা, গালি দেয়া, অশালীন মন্তব্য করা, শিস দেয়া, গান গেয়ে বিরক্ত করা ইত্যাদি মানসিক নির্যাতনের মধ্যে পড়ে। এই ধরনের নির্যাতনের ফলে কোন ব্যাক্তি মানসিক-ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। আত্মবিশ্বাস কমে যায় এবং অনিরাপদ বোধ করতে থাকে। সর্বোপরি স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়।

যৌন নির্যাতনঃ কারো যৌন আচরণের কারণে অপর একজন শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। যেমনঃ ধর্ষণ একই সাথে একটি শারীরিক ও যৌন নির্যাতন যা আক্রান্ত ব্যক্তিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। কাউকে শারীরিক ভাবে অস্বস্তিকর স্পর্শ করা, অশ্লীল ছবি বা ভিডিও তোলা, দেখানো, ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়া,অশ্লীল কৌতুক বা কথা বলা ইত্যাদি যৌন নির্যাতনের মধ্যে পড়ে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রমাগত তাকে অশালীন প্রস্তাব দেয়া, অশোভন আচরণ করা, কুৎসিত ইঙ্গিত করা এবং যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হবার জন্য চাপ প্রয়োগ করাও বোঝানো হয়।

ধর্ষণঃ ধর্ষণ বলতে জননেন্দ্রিয় সংক্রান্ত অনুপ্রবেশকে বোঝায় যেখানে এই ধরনের যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হবার জন্য যে কোন ধরনের শারীরিক শক্তির প্রয়োগ করা হয় বা হুমকি দেয়া হয়। অর্থাৎ জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্কে কাউকে লিপ্ত করাকে ধর্ষণ বলা হয়। তবে কখনো কখনো বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত করা এবং পরে বিয়ে না করলে সেটিও ধর্ষণ বলে গণ্য হবে। একইভাবে অচেতন কারো সাথে তার অনুমতি ছাড়া যৌনকর্মে লিপ্ত হলে তাও ধর্ষণ বলে গণ্য হবে।

কে বা কারা নির্যাতন করে?

নারী নির্যাতন আসলে কারা করে? তোমাদের কী মনে হয়? কোন ধরনের নারী নির্যাতন কারা করে? চলো বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে নিচের ছকে লিপিবদ্ধ করিঃ

নির্যাতনের ধরণ	নির্যাতনকারী

ফ্যাক্ট ফাইল:

Pedophilia বা পেডোফিলিয়া এক ধরনের বিকৃত যৌন আচরণ বা অসুখ। আমরা জানি নিরাপদ যৌন সম্পর্কের জন্য একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত শারীরিকভাবে মিলিত হওয়া থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। কিন্তু যারা পেডোফিলিয়ায় আক্রান্ত তারা শিশুদের সাথে যৌন সম্পর্কে মিলিত হয়। এক্ষেত্রে তারা ছেলে শিশু বা মেয়ে শিশু উভয়ের সাথেই সম্পর্কে মিলিত হতে পারে। সহজভাবে বিষয়টিকে শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন বলে ব্যাখ্যা করা যায়।

এই ধরনের নির্যাতনকারী মূলত পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনের মধ্য থেকেই হয়। অনেক সময় শিশুকে ভয় দেখিয়ে বা খেলনা বা খাবারের লোভ দেখিয়ে শিশুদেরকে আক্রমণ করা হয়। আমরা জানি যে শারীরিক সম্পর্কে মিলিত হবার জন্য শারীরিক ও যৌন অঙ্গের পূর্ণতাপ্রাপ্তির প্রয়োজন রয়েছে। একই সাথে মানসিক পরিপক্কতা প্রয়োজন। পেডোফিলাররা (যারা শিশুদের সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়) এমন শিশুদের সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হয় যারা বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছায়নি।

বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন সম্পর্কে তোমার ধারণা তৈরি হয়েছে। নিচের গল্পগুলো পড় ও বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে তোমার মতামত জানাও।

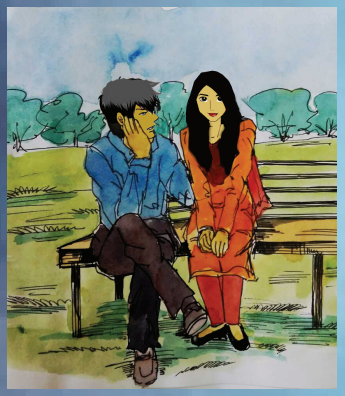

আশরাফ আর শায়লা প্রতিবেশী। তারা একে অপরকে ভালবাসে। প্রায়ই তাদের দেখা হয়। একদিন তাদের সুযোগ হয় শহর থেকে একটু দূরে কোলাহলমুক্ত নির্জন স্থানে বেড়াতে যাবার। দুজন গল্প করতে করতে তারা একে অপরকে খুব কাছে অনুভব করতে শুরু করল। কিন্তু শায়লা কোন-ভাবেই তা মেনে নিতে পারছিলো না। আশরাফ ক্রমশ তার নির্যাতনকারীর ভাবটা প্রকাশ করতে থাকে, অনাকাঙ্খিতভাবে শায়লার শরীরে হাত দিতে থাকে। শায়লা মন খারাপ করে চলে আসে।

এটি কি নির্যাতন/ সহিংসতা?

আতিক তার এলাকায় বিভিন্নভাবে মেয়েদের উত্যক্ত করে। যখনই কোন মেয়ে তার কথা শোনে তারা তাকে অগ্রাহ্য করে পাশ কেটে চলে যায়, অনেকে ভয়ে আসা-যাওয়া করে। তখন আতিক মনে করে মেয়েদের উত্যক্ত করলে তারা খুশি হয় এবং নিজেকে প্রভাবশালী-**'হিরো'** ভাবতে থাকে।

এটি কি নির্যাতন/ সহিংসতা?

শরীফ একটি দলের সদস্য যারা ছোট ছেলেদের শারীরিক সম্পর্ক করতে বাধ্য করে। শরীফ একদিন একটি ১২-১৪ বছর বয়সের ছেলে আমিন কে বলে যদি সে শরীফের সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে সে আমিনকে অন্যান্য ছেলেদের হাত থেকে রক্ষা করবে।

এটি কি নির্যাতন/ সহিংসতা?

হাসান ও মীনার দু'বছর হল বিয়ে হয়েছে। বিবাহিত জীবনে তারা নিয়মিত যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়। মাঝে মাঝে হাসান দেরী করে ফেরে এবং মীনা ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ে। হাসান তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে আহ্বান জানায়। কখনো কখনো মীনার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও আহ্বানে সাড়া দেয়।

এটি কি নির্যাতন/ সহিংসতা?

নির্যাতন কি শুধু মেয়েদের উপরই হয়?

নির্যাতন বলতে আমরা সব সময়ই ভেবে নেই নারীরাই শুধু নির্যাতিত হয়। তার মানে কি ছেলেরা কখনোই নির্যাতনের শিকার হয় না? এ ধারণা কিন্তু একদমই ঠিক না। চলো রাকিনের গল্পটি জেনে নেই:

রাকিনের বয়স ৯ বছর। রাকিন তার বাবা-মা এবং বড় বোনের সাথে থাকে। তাদের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন অনেকে বেড়াতে আসে। ফলে তাদের বাড়িতে প্রায় সময়ই অনেক মানুষ জন থাকে। ফলে রাকিনকে মেহমানদের সাথে থাকতে হয়। একদিন রাকিনের এক চাচা এলেন। রাতে রাকিনকে তার সাথে ঘুমাতে দেয়া হল। রাতে তার চাচা রাকিনের শরীরের নানা জায়গা স্পর্শ করতে লাগলেন। রাকিন অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করল। রাকিনকে খারাপ ভাবতে পারে ভেবে রাকিন কাউকে কিছু বলল না। পরের রাতেও একই ঘটনা ঘটল। এই ঘটনার ফলে রাকিন কিছুদিন অত্যন্ত মনমরা হয়ে রইল। এই ঘটনাটা রাকিনের মনে বেশ প্রভাব ফেলল। সে ভাবতে লাগলো এটা তার দোষ, এটা বড়রা করতেই পারে। এটা ভাবতে ভাবতে তার সাহসিকতা কমতে থাকে।

* এই ধরনের আচরণ সম্পর্কে তোমার মতামত কী?

* তোমার কোন আত্মীয় বা বন্ধুর মধ্যে তুমি এই ধরনের কোনো আচরণ খেয়াল করেছ কি?

এই ধরনের আচরণ থেকে মুক্ত হবার জন্য কী কী করা যেতে পারে? তোমার স্কুলের বন্ধুরা মিলে আলোচনা করে নিচের ছকে লিপিবদ্ধ করো:

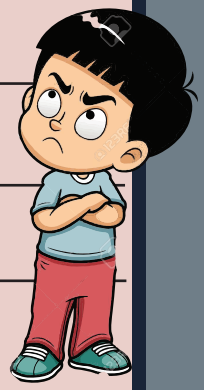

পঞ্চম দিন:
কার্যক্রম ৫

গতানুগতিক ধারণা ও চ্যালেঞ্জার মামুর সাথে কথোপকথনঃ

নির্যাতন সম্পর্কে আমাদের সমাজে কিছু প্রচলিত ধারণা আছে। তোমরাও নিশ্চই এ প্রচলিত ধারণা গুলোর সাথে পরিচিত। চল জেনে নেই আমরা যে সমাজে বসবাস করি সে সমাজে নারী নির্যাতন সম্পর্কে কি গতানুগতিক মনোভাব পোষণ করে।

* কাছের মানুষ (পরিবার/ আত্মীয় স্বজন/বন্ধু বান্ধব) নির্যাতন করেনা
* ছেলেরা শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয় না
* বন্ধুরা যা বলে তাই ঠিক
* নিজেদের দোষেই মেয়েরা নির্যাতনের শিকার হয়।

তোমাদেরও কি তাই মনে হয়? মতামত জানাতে কথা বলবে চ্যালেঞ্জার মামুর সাথে। আমরা শিশু বয়স থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকেই কোন না কোন নির্যাতনের শিকার হই। কখনো শারীরিক, কখনো মানসিক, কখনো বা যৌন নির্যাতন। এমনও অনেক সময় থাকে যখন এসব নির্যাতনের কথা আমরা কারো সাথে আলোচনা করতে পারি না। এসব নির্যাতনের ঘটনা ও নির্যাতন সম্পর্কে যা তথ্য জানতে চাও, তা নিয়ে প্রশ্ন করো চ্যালেঞ্জার মামুকে। এক্সপার্ট মামু তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিবে, তুমি চাইলে তোমার পরিচয় গোপন রেখেও প্রশ্ন করতে পারো।

ফ্যাক্ট ফাইল:

চল জেনে নেই, বাংলাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ সংশোধিত ২০১৩ অনুযায়ী কোন কোন অপরাধ নির্যাতনের অন্তর্ভুক্তঃ দহনকারী বা ক্ষয়কারী, নারী পাচার, শিশু পাচার, নারী ও শিশু অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু, নারীর আত্মহত্যায় প্ররোচনা, যৌন নিপীড়ন, যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে শিশুকে অঙ্গহানি, ধর্ষণের ফলে জন্মলাভকারী শিশু সংক্রান্ত বিধান। দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল রয়েছে। এই আইনে ট্রাইব্যুনাল রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচার পরিচালনা করা হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধিত আইন ২০১৩ অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল ১৮০ দিনের মধ্যে বিচারকাজ শেষ করবে। পুলিশ যদি অভিযোগ গ্রহণ না করে সে ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল সরাসরি বিচারের জন্য অভিযোগ নিতে পারে।

ষষ্ঠ দিন:
কার্যক্রম ৬

গত স্কুল সেশনে তোমার স্কুলে দ্য ক্যাম্পাস হিরো মোবাইল ক্যাফে এসেছিল। যার মাধ্যমে নির্যাতন সম্পর্কিত সকল জিজ্ঞাসা নিয়ে কথা হয় চ্যালেঞ্জার মামুর সাথে। চ্যালেঞ্জার মামুর সাথে হয়ে যাওয়া বাক্যালাপ নিচে লিপিবদ্ধ করো:

নারী নির্যাতন অধিবেশনের পর কী মনে হয়, নিচের ধারণা গুলোর সাথে কি তুমি একমত? নিচের উদ্ধৃতি গুলো নিয়ে বন্ধুদের সাথে আলোচনা করো এবং তোমার ও তাদের মতামত লিপিবদ্ধ করো।

* পরিবারে, ঘরে বাইরে যে কেউ নির্যাতন করতে পারে
* ছেলে বা মেয়ে উভয়ই শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে পারে
* বন্ধুরা তোমাকে ভুল বা বিকৃত তথ্য দিতে পারে
* নির্যাতনের জন্য মেয়েরা নয়, নির্যাতনকারী দায়ী

তোমার ও বন্ধুদের মতামত

বয়ঃসন্ধিকাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। যে সময়ে আমরা যেমন কৌতুহলী থাকি, তেমনি নিজের মাঝে ধারণ করি সমাজের অনেক গতানুগতিক ধারণাও। নারী নির্যাতনও ঠিক তেমনি একটি ঘটনা যার কারনে অল্পতে ঝরে যায় অনেক নারী ও শিশুর প্রাণ। ভয়াবহ এ শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন সম্পর্কে অজ্ঞতা বশত ছেলেরা, অনেক সময় মেয়েরাও ধারণ করে গতানুগতিক মনোভাব। ফলে বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই তারা কীভাবে নির্যাতনকারী হিসেবে গড়ে উঠতে পারে ও এর কারণে পরিবার ও পরিবারের বাইরে মেয়েরা কী ধরনের নির্যাতনের শিকার হতে পারে তা নিয়ে কোন ধারণাই থাকে না। চলো স্কুলে ও পাড়ার ছেলেদের সাথে আলোচনা করে এলাকার একটি ম্যাপ বানাই যেখানে নারী নির্যাতন বেশী হয় এমন স্থান গুলো চিহ্নিত করি। সেই সাথে নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকারের উপায় চিহ্নিত করে এলাকার মানুষদের অবগত করি।

শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনগুলো সম্পর্কে নতুন করে জানলে তা অন্যদের জানতে আহ্বান জানিয়ে বন্ধুরা মিলে একটা সামাজিক কার্যক্রমের আয়োজন করো। সম্ভব হলে তার একটি ছবি নিচে সেঁটে দাও।